নারীকণ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের মুখপত্র

সেপ্টেম্বর ২০০৮

সম্পাদকীয়

১৯৯৯ সাল থেকে মহিলা কমিশনের প্রাক্ আইনি পরামর্শদান কেন্দ্র চালু হয়েছে। West Bengal Commission for Women Act 1992-এর ১১ নম্বর ধারার উপধারা-১ (ক), (গ), (ঘ) এবং উপধারা-৩ অনুযায়ী কমিশন এই রাজ্যে মহিলাদের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে তদন্ত করতে পারেন ; যেখানে সংবিধান বা আইনের কোনও ধারা মহিলাদের ক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হচ্ছে সেখানে নিজস্ব তদন্তের পরে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি তুলে ধরতে পারেন। মেয়েদের অধিকার, মেয়েদের সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন বা নীতিগত সিদ্ধান্ত যেখানে কার্যকরী করা হচ্ছে না সেখানে নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বা স্বউদ্যোগে এই তদন্ত করা যেতে পারে। এই ধরনের তদন্তের ক্ষেত্রে কমিশন দেওয়ানি বিধি ১৯০৮ অনুযায়ী কোনও ব্যক্তির উপর সমন জারি এবং তার উপস্থিতি সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় নথিপত্র দাখিল করার ক্ষেত্রে, অ্যাফিডাভিটের ভিত্তিতে সাক্ষ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে এবং আরো কিছু নির্ধারিত ক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতার অধিকারী। এ ধরনের তদন্তের স্বার্থেই প্রাক্আইনি পরামর্শদান কেন্দ্রটি কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটা ঠিকই যে আদালতের অন্যান্য ক্ষমতা কমিশনকে দেওয়া হয়নি। তবুও আদালতের কোনও ক্ষমতাকে লঙ্ঘন না করে আলাপ আলোচনা ও পরামর্শদানের মাধ্যমে কমিশন বেশ কিছু অভিযোগের সুষ্ঠু নিষ্পত্তি করেছে এবং করছে।

নানা ধরনের অভিযোগ মহিলাদের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে রোজই আসে। আমাদের এক্তিয়ারভুক্ত সমস্যাগুলি আমরা যথাসম্ভব মেটানোর চেষ্টা করে থাকি। এ ব্যাপারে আমাদের প্যানেলভুক্ত আইনজীবীদের সহায়তাও আমরা নিয়ে থাকি। যাঁরা এই সেলে আসেন অযথা দেরি না করে আরো সুষ্ঠুভাবে তাঁদের সমস্যার সমাধান করার জন্য কমিশন এই পরামর্শদান কেন্দ্রের অনুসরণযোগ্য একটি কার্যবিধি তৈরি করেছে। আশা করা যায় এই কার্যবিধির মাধ্যমে আমরা আগামী দিনে পরামর্শদান কেন্দ্রের কাজকর্মকে আরো উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে পারব। মনে রাখতে হবে কমিশনের মূল কাজ আইন ও নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারকে সহায়তা করা এবং যেখানে মহিলাদের অধিকার সুরক্ষিত নয় বা যেখানে তাঁরা নির্যাতিত বা প্রবঞ্চিত হচ্ছেন সেখানে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সেই সমস্যার সমাধানে সক্রিয় করে তোলা। ব্যক্তিগত অভিযোগ গ্রহণ এই প্রক্রিয়ারই অংশ। আমাদের কাছে এলে কোন্ কোন্ অভিযোগের সুরাহা হতে পারে বা আমরা কার জন্য কতদূর পর্যন্ত করতে পারি অভিযোগকারিণীকে স্পষ্টভাবে সেটা জানানো আমাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে মনে রাখতে হবে, যিনি নিজের অধিকারের জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত আছেন, কমিশন বা যে কোনও সংস্থা সেরকম ক্ষেত্রেই বেশি কার্যকরী হতে পারে। আশা করি, আমাদের পরামর্শদান কেন্দ্রে সমস্যাকাতর যে কোনও মহিলা এলে আমরা অন্তত তাঁকে সেই লড়াই-এর মনোবলটুকু দিতে পারব।

কমিশনের প্রাক্-আইনি পরামর্শদান কেন্দ্রের কয়েকটি সফল কেসের বিবরণী

কেস নং-১ ঃ আবেদনকারিণী অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে লোকের বাড়িতে কাজ করতে বাধ্য হন। উক্ত বাড়ির মালিকের পুত্র বিবাহের নামে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বারংবার সহবাস করেন। ফলস্বরূপ আবেদনকারিণী গর্ভবতী হয়ে পড়েন। এরপর আবেদনকারিণী উক্ত ব্যক্তিকে বিষয়টি জানাতে বাধ্য হন। তারপর সে গর্ভ নষ্ট করার জন্য চাপ দিতে থাকে। আবেদনকারিণী উক্ত প্রস্তাবে রাজি না হয়ে সমস্যা সমাধানের আশায় কমিশনের দ্বারস্থ হন। কমিশন থেকে জেলার আরক্ষাধিকারিককে বিষয়টি জানালে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে u/s 376, I-P.C. ধারা মতে কেস শুরু হয়। আসামী গ্রেপ্তার হয়েছে।

কেস নং-২ ঃ আবেদনকারিণীর স্বামী ব্যাঙ্কে চাকুরিরত। স্ত্রী ও পুত্রকে কোনও ভরণপোষণ দিতে রাজি নন। আবেদনকারিণী গৃহবধূ এবং অসুস্থ। কিন্তু স্বামীর দ্বারা মানসিক অত্যাচারিত হয়ে বিষয়টি থানায় জানাতে গেলে থানা ডাইরি নিতে অস্বীকার করে। এমতাবস্থায় আবেদনকারিণী ভরণপোষণের জন্য এবং মানসিক অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কমিশনের দ্বারস্থ হন। কমিশন থেকে আবেদনকারিণীর স্বামীকে যৌথ আলোচনায় ডাকা হয়। আলোচনাতে আবেদনকারিণীর স্বামী মাসিক ৮০০০ টাকা স্ত্রী ও পুত্রের ভরণপোষণ বাবদ দিতে সম্মত হন। আবেদনকারিণী ঠিকমতো ভরণপোষণ পাচ্ছেন বলে কমিশনকে জানিয়েছেন।

কেস নং-৩ ঃ শ্রীদেবেন্দ্র চক্রবর্তী (নাম পরিবর্তিত) জানান যে গত 04.03.07 তারিখ থেকে তাঁর বিবাহিত কন্যা জ্ঞানেশ্বরী শ্বশুরবাড়ি থেকে নিখোঁজ। খোঁজাখুঁজি করার পর পুলিশ মারফত জানতে পারেন যে কল্যাণী হাসপাতাল মর্গে একটি অর্দ্ধদগ্ধ মহিলার মৃতদেহ রাখা আছে। সেই সংবাদ অনুযায়ী তিনি গিয়ে দেখেন যে সেটি তাঁর কন্যার মৃতদেহ। পরবর্তীতে জানতে পারেন যে জামাই তাঁর কন্যাকে হত্যা করে ফাঁকা মাঠে ফেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় যাতে কেউ শনাক্ত না করতে পারে। কমিশনের নির্দেশক্রমে পুলিশ উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে ধারা ৩০২/২০১, আই.পি.সি মতে মামলা রুজু করে গ্রেপ্তার ও Jail Custody-র ব্যবস্থা করেছে।

কেস নং-৪ ঃ আবেদনকারিণীকে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা প্রাণে মারার চেষ্টা করেন। কিন্তু সঠিক সময়ে হাসপাতালে যাওয়ায় আবেদনকারিণী প্রাণে বেঁচে যান। পুলিশ তাঁর বয়ান অনুযায়ী মামলা রুজু করলেও আসামীদের গ্রেপ্তারে গাফিলতির অভিযোগ ছিল। কমিশনের নির্দেশক্রমে আসামীদের গ্রেপ্তার করে ধারা 458/456/326/307, আই.পি.সি. অনুযায়ী চার্জশীট পুলিশ দাখিল করেছে। মামলাটি বর্তমানে শুনানির পর্যায়ে আছে।

—গোপা মজুমদার, কৌশিক সেনগুপ্ত

মালিনী ভট্টাচার্য *সভানেত্রী*
বি-২/৩, ব্লক-২, ফেজ-১, কে.এম.ডি.এ. আবাসন
৩৯এ, পি.জি.এম. শাহ্ রোড, কল-৯৫
দূরভাষ : ২৪২২-৪৬৪৬

রমা দাস *সহসভানেত্রী*
৯/২এ, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯, দূরভাষ : ২২৪১-৩১১৭

ভারতী মুৎসুদ্দি *সদস্য*
৪৮/১০, সুইস পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৩৩
দূরভাষ : ২৪২৪-৫০৫৪

ভগবতী মণ্ডল *সদস্য*
গ্রাম : নং ৬, চরাবিদ্যা
পোঃ অঃ : চরাবিদ্যা, থানা : বাসন্তী
জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগণা
দূরভাষ : ৯৩৩১৯৭৫৩৬৩

সর্বাণী ভট্টাচার্য *সদস্য*
৫০/১, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩১, দূরভাষ : ২৪১৫-৫১১০

শ্যামশ্রী দাস *সদস্য*
গ্রাম ও পোঃ অঃ : সুবর্ণপুর
জেলা : নদিয়া-৭৪১ ২৪৯
দূরভাষ : ৯৫৩৪৭৩-২৩৩৫২৮

দেবযানী সেনগুপ্ত (দেব) *সদস্য*
মানিকতলা গভঃ হাউসিং এস্টেট,
ব্লক-E, ফ্ল্যাট নং-৮, কলকাতা-৭০০ ০৫৪
দূরভাষ : ২৩৫৫-৪৩০৯/৬৬০০

শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু *সদস্য*
গ্রাম : খিরিট্টা
পোঃ অঃ : পোরাই-চাঁচরা, থানা : তপন
জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর

শ্রীমতী উমা বসু *সদস্য*
২৬সি, ড. বীরেশ গুহ স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরভাষ : ২২৯০৪৮৩৬

শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী *সদস্য*
৬/৮৮, শহিদনগর, কলকাতা-৭০০ ০৭৮
দূরভাষ : ৯৪৩৩৩-৪৮৮৭৫, ২৪১৫-৭৬২৯

শৈলজানন্দ হালদার *সদস্য সচিব*

[মহিলা কমিশনের প্রাক্-আইনি পরামর্শদান সেল সোমবার থেকে শনিবার ১১টা—৫টা খোলা থাকে। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো মহিলা লিখিত আকারে অভিযোগ ও অন্যান্য প্রমাণাদি সহ যোগাযোগ করতে পারেন।]

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন
১০, রেইনি পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন : ২৪৮৬-৫৩২৪/৫৬০৯
ফ্যাক্স : ২৪৮৬-৫৬০৯
ই-মেল : wbcw@vsnl.net
ওয়েবসাইট : www.wbcw.org

জেলা পরিদর্শন

বাঁকুড়া জেলা পরিদর্শনের রিপোর্ট

বাঁকুড়া জেলার প্রশাসন ও মহিলা সংগঠনগুলির সঙ্গে দেখা করে ঐ জেলায় মহিলাদের অবস্থান সম্পর্কে জানার জন্য মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিদল ২৪/৭/০৮ তারিখে বাঁকুড়া যান। জেলাশাসকের উপস্থিতিতে সভা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি, পুলিশ সুপার, সি.এম.ও. এইচ, পাব্লিক প্রসিকিউটার, অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহিলা সমিতিগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ, গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ আইনে জেলায় পরিষেবাদানকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করার জন্য বিবেচিত সংস্থা সমূহ ও অন্যান্য আধিকারিক।

মিটিং-এর শুরুতে জেলাশাসক জেলার নারী অধিকার রক্ষা কমিটির কাজের রিপোর্ট করেন। জেলাব্যাপী পণ, পাচার ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বিভিন্ন স্তরে সচেতনতার অনুষ্ঠান হয়েছে, হোর্ডিং-এর মাধ্যমে প্রচারের কাজ করা হয়েছে।

এছাড়া জেলার সাবডিভিশন স্তরে গার্হস্থ্য হিংসা নিবারক আইনের উপর আলোচনা শিবির করার প্রস্তাব করা হয়। এই নতুন আইনের অধীনে জেলায় বেশ কয়েকটি কেস হয়েছে, তার সমস্যা ও অগ্রগতি সম্বন্ধে রিপোর্ট পাওয়া যায়। পরিষেবা দানকারী সংস্থার তালিকা অবিলম্বে প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন। জেলায় মাত্র ২টি শর্ট স্টে হোম আছে—এটা বাড়াবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়।

জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান—পি.সি.পি.এন.ডি.টি অ্যাক্ট অনুসারে কমিটির নিয়মিত সভা হয়। তবে ঐ কমিটিকে সক্রিয় করার জন্য আরো পদক্ষেপ প্রয়োজন একথা কমিটির সদস্যারা জানান। আগামী দিনে পরিদর্শন আরো জোরদার করতে হবে। জন্ম নথিবদ্ধ করণের ক্ষেত্রেও ভূমিষ্ঠ ও নবজাত শিশুর লিঙ্গানুপাতিক হারের ওপর নজর রাখার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। পোস্ট মর্টেমের কাজ দ্রুত এবং জেলায় বিকেন্দ্রীকৃত করার বিষয়েও আলোচনা হয়।

নবনির্বাচিত জেলা সভাধিপতি আগাগোড়াই উপস্থিত ছিলেন এবং জেলায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে জেলাব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণের অঙ্গীকার রাখেন।

সভায় মহিলা কমিশনের সভানেত্রী শ্রীমতি মালিনী ভট্টাচার্য কমিশনের উদ্দেশ্য এবং করণীয় কাজ সম্বন্ধে বলেন। তিনি পণ ও বাল্যবিবাহ এবং সেইসঙ্গে গার্হস্থ্য হিংসা নিবারক আইন ও তার প্রয়োগের দিকগুলি উত্থাপন করেন। এবং পি.সি.পি.এন.ডি.টি অ্যাক্টের উপরে সচেতনতা বৃদ্ধি ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উপর আলোচনা করেন।

এই জেলা পরিদর্শনে সহসভানেত্রী শ্রীমতি রমা দাস, সদস্যা ভগবতী মণ্ডল, শ্যামলী চক্রবর্তী, সর্বাণী ভট্টাচার্য, লক্ষ্মী মুর্মু ও শ্যামশ্রী দাস উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

—শ্যামশ্রী দাস

সদস্যা, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন

পুরুলিয়া জেলা পরিদর্শন

২৫.০৭.০৮ তারিখ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন পুরুলিয়া জেলা পরিদর্শনে যান। এই পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন সভানেত্রী অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য, সহ-সভানেত্রী ডঃ রমা দাস, অধ্যাপিকা উমা বসু, সদস্যা শ্রীমতী শ্যামশ্রী দাস, সদস্যা শ্যামশ্রী চক্রবর্তী, সদস্যা সর্বাণী ভট্টাচার্য, সদস্যা লক্ষ্মী মুর্মু ও ভগবতী মণ্ডল।

এই জেলা পরিদর্শন দু'ভাগে করা হয় ঃ প্রথমত গার্হস্থ্য হিংসা নিবারণ আইন নিয়ে সকাল ১০টায় অতিরিক্ত জেলা শাসকের ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের জেলা আধিকারিকের ব্যবস্থাপনায় পরিষেবাদানকারী সংস্থা, কাউন্সিলার এবং মহিলা সংগঠনদের নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। কতকগুলি সমস্যার কথা তাঁরা উল্লেখ করেন। সেই সমস্যার সমাধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে সুপারিশ করবেন।

সমস্যাগুলি হল—

১। D.S.W-র যাতায়াতের ব্যবস্থা প্রয়োজনানুপাতে সামান্য। একটি গাড়ীর প্রয়োজন ;

২। কোনও আবেদনকারীকে তাঁর কাছে পাঠানোর ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা সক্রিয় নয় ;

৩। পরিষেবাদায়ী সংস্থাগুলির ন্যূনতম খরচ নির্বাহের কোনও বরাদ্দ নেই। এসব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা অনেকগুলি ক্ষেত্রে গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ আইন প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করতে পেরেছেন।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ বেলা ১টায় জেলা পরিষদ ভবনে জেলাশাসকের উপস্থিতিতে দ্বিতীয় দফায় আলোচনা শুরু হয়। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন সভাধিপতি, জেলাশাসক, সহকারী জেলাশাসক, S.P., CMOH, DLSA-র পক্ষে আইনজীবী এবং বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধি, পঞ্চায়েতের পক্ষে কর্মাধ্যক্ষ, জেলাপরিষদের সদস্য সদস্যাগণ, স্কুলের শিক্ষিকাগণ। নবনির্বাচিতা সভাধিপতি পঞ্চায়েত থেকে সবরকম সহায়তার আশ্বাস দেন।

মূলত পণপ্রথা, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ রেজিষ্ট্রেশান, পাচার, মহিলা নিগ্রহ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিভিন্নমুখী আলোচনা হয়।

রেজিষ্ট্রি বিবাহের বিষয়ে তৃণমূলস্তরে সচেতনতার সভা করে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। পরবর্তী সময়ে যাতে বিবাহ রেজিস্ট্রিকৃত হয় তার জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, বিভিন্ন মহিলা সংগঠন, প্রশাসনিক আধিকারিকদের অনুরোধ করা হয়।

এই জেলা সম্পর্কে কমিশনের পক্ষ থেকে কয়েকটি সুপারিশ রাখা হয় :

১। পণ দিয়ে বিবাহ মেয়েদের অবমাননার জায়গা, পণ দিয়ে বিবাহ হচ্ছে কিনা প্রশাসন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সকলকে সজাগ থাকতে হবে।

২। ০-৬ বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের লিঙ্গানুপাতিক হারের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। কন্যাভ্রূণ বিনষ্ট হচ্ছে কিনা এর থেকে জানা যাবে।

৩। প্রত্যেক কমিটির যেন নিয়মিত সভা হয়।

৪। বে-আইনি Marriage Registration বন্ধ করতে হবে।

৫। প্রত্যেক বিবাহ যাতে রেজিষ্ট্রিকৃত হয় তার দিকে তীক্ষ্ণ নজর দিতে হবে। এতে বাল্যবিবাহ রোধ করা যাবে।

৬। "গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ আইন ২০০৫" সম্পর্কে সকলকে সচেতন করতে হবে।

সভানেত্রীর পরিচালনায় এবং সকলের সাবলীল অংশ গ্রহণে এই সভা অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সভানেত্রী ও সদস্যরা পুরুলিয়া জেলের মহিলা সেলটিও পরিদর্শন করেন।

—ভগবতী মণ্ডল

সদস্যা, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন

আলিপুর দুয়ারে ধর্ষণের ঘটনা সংক্রান্ত তদন্ত

২৭/৮/০৮ ও ২৮/৮/০৮-এ মহিলা কমিশনের সহ সভানেত্রী ডঃ রমা দাস ও সদস্যা শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি জলপাইগুড়ির জয়ন্তীতে যান Suo moto তদন্তে। ৭/৭/০৮-এর *আজকাল* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ধর্ষণের ঘটনা, যা হয়েছিল সীমা সুরক্ষা বলের জওয়ান দ্বারা ৬/৭/০৮-এর প্রায় রাত ৯টা নাগাদ, তারই বিশদ বিবরণসংগ্রহ ছিল উদ্দেশ্য।

২৭/৮/০৮-এ প্রশাসন, পুলিস প্রশাসন, S.S.B. Commandant ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা হয়। উক্ত ঘটনা নিয়ে প্রশাসনের তরফে উপস্থিত ছিলেন ADM (Rural), S.D.O, জয়ন্তী পুলিশ প্রশাসনের তরফে উপস্থিত ছিলেন CI ও তদন্তকারী অফিসার O.C., কালচিনি। আলোচনার শেষে আসেন Hospital Super। আলোচনায় জানা যায় S.S.B. খবর পাঠানোয় মহিলার ভাই, বাবা এবং প্রতিবেশীরা তাকে S.S.B. Camp-এর সামনে থেকে নিয়ে আসে এবং তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। S.S.B. Commandant মিটিং-এ উপস্থিত থেকে জওয়ানদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেন।

এই আলোচনা শেষ করে বলা নদী পেরিয়ে অভিযোগকারিণীর বাড়ি যাওয়া হয়। তিনি বলেন রাত ৯টা নাগাদ বাবাকে চা দেওয়ার জন্য বিস্কুট আনতে বাইরে গেলে দুইজন সাধারণ পোষাকের লোক মুখ চেপে ধরে জঙ্গলে নিয়ে যায় এবং বলাৎকার করে। প্রমাণস্বরূপ তিনি পিঠে ছড়ে যাওয়ার দাগ দেখান। ঘটনার পর অভিযোগকারিণী তাদের পিছনে ধাওয়া করেন এবং তাঁদের S.S.B. Camp-এ ঢুকে যেতে দেখেন। পরে তাদের আর দেখা যায়নি। মহিলার মা ভাই ও প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলা হয়, তাঁরা বিবরণ সমর্থন করেন। সেখানে পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে কথা বলে এও জানা যায়, এই ধরনের ঘটনা প্রথম

হলেও S.S.B. শিবির থেকে মেয়েদের হেনস্থার ঘটনা ঘটছে। ওই অঞ্চলে কোনও স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পুলিশ পরিষেবার ব্যবস্থা নাই।

২৪/৮/০৮-এর আলোচনায় দুটি গণসংগঠনও যোগ দেয়। মূলত তাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হয় ঐ অঞ্চল ও ঐ মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার। পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করা হয় নিরাপত্তার জন্য ওই স্থানে পুলিশ চৌকি বসাতে। পুলিশ প্রশাসনের তরফে যথাযোগ্য কাজের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। পরে Sub-district হাসপাতালের কাছ থেকে medical রিপোর্ট নেওয়া হয়। অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে কমিশন সুপারিশ করছে অঞ্চলে পুলিশ চৌকি ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু করার। —রমা দাস

সদস্যা, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন

মহিলা কমিশনের সদস্যদের সাথে ডি.জি. এবং সি.পি-র বৈঠক

গত ১৬ই জুলাই ২০০৮ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সভাগৃহে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডাইরেক্টর জেনারেল শ্রীঅনুপভূষণ ভোরা এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রী গৌতমমোহন চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে, কমিশনের সদস্যদের সাথে একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনার ফলে দুর্গত মহিলাদের সাহায্যে মহিলা কমিশন ও পুলিশের পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রটি বিস্তৃত হয়েছে। পুলিশ কমিশনার ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডাইরেক্টর জেনারেল উভয়েই ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে এ ধরনের আলোচনা মহিলাদের সমস্যা সমাধানে কার্যকরী হবে বলে জানান। তাঁদের সাহায্য নিয়ে কমিশন ইতিমধ্যে ২৩-২৪ আগস্ট আলিপুর বডিগার্ড লাইনের সভাগৃহে গার্হস্থ্য হিংসা নিবারক আইনের ওপর একটি কর্মশালা করেছে।

বহরমপুরে স্বতঃপ্রণোদিত তদন্ত

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর থানার অন্তর্গত লক্ষ্মণপুর গ্রামের জনৈক মুনেরা বিবির স্বামী, মুন্না ওরফে শৈলেন্দ্রর গলাকাটা দেহ ঐ অঞ্চলের পাটক্ষেতে পড়ে থাকার খবর একটি দৈনিক সংবাদপত্র মারফৎ অবগত হয়ে কমিশনের সভানেত্রী, সহ-সভানেত্রী এবং সদস্যা শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল স্বতঃপ্রণোদিত তদন্তের উদ্দেশ্যে ঐ স্থান পরিদর্শনে যান ৮.৮.০৮। তাঁরা মুনেরা বিবি, তার পরিবার এবং সেখানকার বি.ডি.ও-র সাথে কথা বলেন। এছাড়াও ডি.এম., এস.পি, এস.ডি.ও এবং জেলা পুলিশের অন্যান্যদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় জানা যায়, মুন্না ছিল প্রকৃতপক্ষে হিন্দু, যা আগে মুনেরা বিবির পরিবার জানতেন না। এক্ষেত্রে পুলিশ খুনের মামলা রুজু করেছে এবং এলাকার ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ইতিমধ্যে কমিশন সদস্যারা মুনেরা ও তার শিশুর সামগ্রিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এবং তার যথোপযুক্ত পুনর্বাসনের জন্য জেলাশাসকের কাছে সুপারিশ করেন এবং কমিশনের সহায়তার অঙ্গীকার করেন। এছাড়া তাঁরা মুনেরা বিবির হাতে তার শিশুর জন্য ৫০০ টাকা দিয়ে আসেন। আলোচনায় প্রকাশ পায়, এলাকাটি থেকে বহু নারী-পুরুষ কাজের জন্য মুম্বই যায়। নিরাপদ স্থানান্তরণের জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণেরও সুপারিশ করা হয়।

২৩ ও ২৪শে আগস্ট ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ আইন সংক্রান্ত কর্মশালার বিবরণী

মহিলাদের উপর সংঘটিত গার্হস্থ্য হিংসাকে আইনি স্বীকৃতি দিয়ে নিগৃহীতাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এই প্রথম একটি দেওয়ানি আইন, গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ আইন প্রণীত হল। ২০০৫ সালে প্রণীত আইন লাগু হয় ২০০৬ সালে। নারী আন্দোলনের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করে এই আইনটি। রাজ্য মহিলা কমিশন আইনটি প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রথম থেকেই যুক্ত, পরবর্তীকালে আইনটির যথার্থ প্রয়োগ সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহে যত্নশীল। ধারাবাহিক নজরদারি দ্বারা সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রণীত অন্যান্য বহু আইনের মতোই এই নতুন আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কমিশন আইনটি কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান অসুবিধাগুলিকে চিহ্নিত করে, তার নিরসনের জন্য কার্যকরী সুপারিশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে এবং সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে নিয়ে ২৩ ও ২৪শে আগস্ট ২০০৮ সালে একটি কর্মশালা আয়োজিত করে। কলকাতা, হাওড়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং হুগলি জেলার সুরক্ষা আধিকারিক, প্রথম শ্রেণীর প্রশাসনীয় বিচারকগণ, পুলিশ ও পরিষেবক সংস্থা সহ আইনটি কার্যকরী করার জন্য যে সকল বিধিবদ্ধ মধ্যস্থদের কথা আইনে আছে তাদের সকলকে ওই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

২৩শে আগস্ট কর্মশালাটিতে প্রারম্ভিক ভাষণ দেন মহিলা কমিশনের সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য। উদ্বোধন করেন রাজ্য আইনি পরিষেবার নির্বাহী সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রী পিনাকী চন্দ্র ঘোষ। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইন ও বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী মাননীয় শ্রী রবিলাল মৈত্র, মহিলা কমিশনের প্রাক্তন সভানেত্রী মাননীয়া যশোধরা বাগচী, কলকাতা পুলিশ কমিশনার শ্রী গৌতমমোহন চক্রবর্তী, সমাজকল্যাণ এবং নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের ডিরেক্টর শ্রী কে. পি. সিনহা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কমিশনের সদস্যা শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল।

পরবর্তী কর্মসূচিতে আইনটি আলোচনা করেন মাননীয় লোকায়ুক্ত বিচারপতি শ্রী সমরেশ ব্যানার্জী, মাননীয়া বিচারপতি শ্রীমতী ইন্দিরা ব্যানার্জী ও কমিশনের সদস্যা শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি।

মূল কর্মশালাটি তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণ করেন ৩৮ জন বিচারক, ৫৯ জন পুলিশ আধিকারিক ও কর্মী, ৪ জন সুরক্ষা আধিকারিক, ২৪টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি। কমিশনের সমস্ত কর্মীর সহযোগিতায় কর্মশালাটি যথাযথভাবে পরিচালিত হয়।

এই কর্মশালায় সকল অংশগ্রহণকারী আলোচনার মাধ্যমে মতামত বিনিময় করেন এবং তার মধ্যে দিয়ে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ উঠে আসে। ২৪ আগস্ট সমাপ্তিপর্বে ওই সুপারিশগুলি পেশ করেন অনুলেখকগণ শ্রীমতী সোমা মুখার্জি, শ্রীমতী অর্পিতা গুহঠাকুরতা, শ্রীমতী মিলি সমাদ্দার ও শ্রীমতী অনিন্দিতা ভাদুড়ী। এই আলোচনা পরিচালনা করেন কমিশনের সহ-সভানেত্রী ডঃ রমা দাস।

এই সুপারিশগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় পরিকাঠামোগত দুর্বলতা নিরসনের বিষয়টি, বিচারপদ্ধতিকে ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয়তা, আইনটির ব্যবহারিক প্রয়োগে পদ্ধতিগত জটিলতার ব্যাপারটির সুষ্ঠু সমাধান, আইনটি কার্যকরী করার জন্য বিধিবদ্ধ সকল দপ্তর, আধিকারিক ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রভৃতি। এ বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সম্বলিত রাজ্যভিত্তিক একটি "Data Bank" এবং Website-এর মাধ্যমে তার প্রচারের সুপারিশও করা হয়। আইনজীবীদের ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ হয়।

কর্মশালায় সমাপ্তি ভাষণ দেন সভানেত্রী প্রফেসর মালিনী ভট্টাচার্য। সুপারিশগুলি নিয়ে কমিশন একটি রিপোর্ট তৈরি করছে, এবং অন্য দুটি ডিভিশনেও এধরনের কর্মশালার উদ্যোগ নিচ্ছে। —ভারতী মুৎসুদ্দি

সদস্যা, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন

বিভিন্ন কার্যক্রমে কমিশন সদস্যারা

১৭/০৭/০৮ : কমিশনের সহসভানেত্রী ডাঃ রমা দাস, এবং সদস্যা লক্ষ্মী মুর্মু, ভগবতী মণ্ডল, শ্যামলী চক্রবর্ত্তী বহরমপুর মানসিক হাসপাতাল পরিদর্শনে যান।

এছাড়াও জুলাই মাসে সহসভানেত্রী রমা দাস সহ ভারতী মুৎসুদ্দি এবং ভগবতী মণ্ডল হাওড়া স্টেট জেনারেল হসপিটালে আকস্মিক পরিদর্শনে যান। Medicine এবং Surgery বিভাগে কিছু মানসিক ভারসাম্যহীন রোগীকে দেখে তাঁরা এই সকল রোগীকে মানসিক বিভাগে স্থানান্তরিত করার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন।

১৯/০৭/০৮ : নদীয়াতে পালপাড়া জুনিয়র হাইস্কুলে আয়োজিত পাচারবিরোধী সচেতনতা শিবিরে সভানেত্রী ডঃ মালিনী ভট্টাচার্য, সদস্যা শ্যামশ্রী দাস ও সর্বাণী ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। এই শিবিরে যাঁদের বাড়ি থেকে পাচার হয়েছে এমন কিছু মহিলা তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

এছাড়াও জুলাই মাসে সদস্যা শ্যামশ্রী দাস নদীয়ার 'SPAR' দ্বারা আয়োজিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য এক প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন।

২০/০৭/০৮ : সদস্যা ভারতী মুৎসুদ্দি জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য মেলায় উপস্থিত ছিলেন। এখানে PCPNDT Act এবং পাচারের উপর বক্তব্য রাখেন।

২৭/০৭/০৮ : সদস্যা ভারতী মুৎসুদ্দি ABTA দ্বারা আয়োজিত কেন্দ্রীয় মহিলা কনভেনশনের উদ্বোধন করেন এবং মানব উন্নয়নে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন।

২৮/০৭/০৮ : সভানেত্রী ডঃ মালিনী ভট্টাচার্য এবং সহসভানেত্রী ডঃ রমা দাস মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটি ভবনে জেলা তথ্য বিভাগ আয়োজিত একটি আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনাসভার বিষয়বস্তু হল—বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথা।

০২/০৮/০৮ : শ্রীমতি ভারতী মুৎসুদ্দি গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি আয়োজিত মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে অনুষ্ঠিত এক আইনি সচেতনতা শিবিরে অংশগ্রহণ করেন।

০৬/০৮/০৮ : সদস্যা ডঃ উমা বসু মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জাতীয় স্তরের আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন। এই আলোচনাসভার বিষয়বস্তু ছিল বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নারীর ক্ষমতায়ন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ কীভাবে ঘটানো যায় তাই নিয়ে তিনি আলোচনা করেন।

১১/০৮/০৮ : সহসভানেত্রী ডাঃ রমা দাস এবং সদস্যা ডঃ উমা বসু প্রভিডেন্ড ফান্ড অর্গানাইজেশন দ্বারা আয়োজিত নারী ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেন।

২৮/০৮/০৮ : সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য হাওড়া বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজে জেলা তথ্য বিভাগ আয়োজিত মহিলাদের জন্য একটি আইনি কর্মশালা ও সচেতনতা শিবিরে অংশগ্রহণ করেন।

মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে কিছু বইয়ের তালিকা

বই-এর নাম	লেখক/সম্পাদক	প্রকাশক/প্রকাশ কাল
1. Problems of Disabled People	Manjumohan Mukherjee, *ed.*	Associated Publishers, 2006
2. Famines in Colonial India : Some Unofficial Historical Narratives	Brahma Nand, *ed*	Kanishka
3. Working Women : a Psychological Perspective	Sapna Sachdeva Nair & Sunita Malhotra	Commonwealth, 2006
4. Women Police : a Socioeconomic Analysis in Urban Background	Trupti Mehta Deshpande	Commonwealth, 2007
5. Poverty and Human Rights : Sen's Capability Perspective Explored	Polly Vizard	Oxford University Press, 2006
6. Handbook of International Humanitarian Law in South Asia	V. S. Mani	Do, 2007
7. Gender Conflict and Migration	Navnita Chandhe, Behera, *ed*	Sage, 2006

মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে বিক্রয়ের জন্য মহিলা কমিশনের বিভিন্ন প্রকাশনার তালিকা

বই-এর নাম	লেখক/সম্পাদক	প্রকাশক	মূল্য
১। মেয়েদের চোখে আইন ও আইনের চোখে মেয়েরা	যশোধরা বাগচী ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী, *সম্পাদক*	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন	৩০
২। ধর্ষণ ও আইন	মালিনী ভট্টাচার্য ও স্মিতা খাটোর	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন	২০
৩। আইনি অধিকার জানুন-১ : পণ দেব না পণ নেব না (পণপ্রথা নিরোধক আইন)	ভারতী মুৎসুদ্দি	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস	২০
৪। আইনি অধিকার জানুন ২ : ছেলে কি মেয়ে? (ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়বিরোধী আইন)	মালিনী ভট্টাচার্য	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস	২৫
৫। Implementing Vishaka : a status report		W. B. Commission for Women & Sanhita.	
৬। A Study of Family Courts in West Bengal	Flavia Agnes	West Bengal Commission for Women	Rs. 100/- (Institution) Rs. 30/- (Individual)
৭। শিশুকন্যা : এই সময়ে এই মুহূর্তে সমস্যা ও সহায়	গৈরিকা ঘোষ	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস	৫০
৮। পশ্চিমবঙ্গ নারী ও শিশু পাচার : একটি সমীক্ষাভিত্তিক পর্যালোচনা	সর্বাণী ভট্টাচার্য	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও এবং অবভাস	৪০
৯। জাগো নারী গ্রাম জাগাও		পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন	
১০। পথে বিপদে : মেয়েদের নিরাপত্তা	ভাস্বতী চক্রবর্তী	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও এবং আলাপ	৬০
১১। West Bengal Commission for Women : 2001-07	Sharmistha Dutta gupta, *ed.*	West Bengal Commission for Women	Rs. 50/-
১২। In Radha's Name : Widows and Other Women in Brindaban	Malini Bhattacharya	Tulika Books + West Bengal Commission for Women	Rs. 200/-

রিপোর্ট—দীপলেখা সেনগুপ্ত, *সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান কাম রিসার্চ অফিসার*
শুভ্রা ভদ্র, *জুনিয়র লাইব্রেরিয়ান*

বি. দ্র. পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগার সোম থেকে শুক্র ও মাসের চারটি শনিবার ১২.৩০ থেকে বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত পাঠকদের ব্যবহারের জন্য খোলা থাকে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষে মালিনী ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও স্পেকট্রাম অফসেট ৫, কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৩৭ থেকে মুদ্রিত।